খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ,২০২৪' এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক
সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ২০২৫ সালের ৯ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	ঃ	**জনাব মোঃ ফিরোজ শাহ, প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।**
পরিচালনায়	ঃ	জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	ঃ	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	ঃ	৩০/১০/২০২৫খ্রি. বৃহস্পতিবার, বেলা ১১-০০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১	জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ	৮	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা
২	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	৯	জনাব মিহির লাল সরদার, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা
৩	জনাব শামীম জেহাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ	১০	জনাব প্রেমানন্দ মজুমদার, রেঞ্জ কর্মকর্তা, সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা
৪	জনাব মোঃ বেঞ্জুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক-১ (অ:দা:), বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), খুলনা	১১	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), নদী বন্দর, খুলনা
৫	জনাব মোঃ ইমরান কবির, সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা	১২	জনাব শেখ মোঃ নূরুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা
৬	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, ওজোপাডিকো, খুলনা	১৩	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা এর পক্ষে জনাব সেখ মোস্তাফিজুর রহমান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা
৭	জনাব মোঃ জোবায়ের হোসেন, সহকারী প্রধান, স্বাস্থ্য, খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৪	জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	৪
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	স্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ড্রাফটসম্যান	১১
১২	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১৩	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ	এ্যাসেসর	১৩
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৫	জনাব কাজী মোঃ ইমরুল হাসান	কালেক্টর অব ট্যাক্সেস	১৫
১৬	ডাঃ শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব)	১৭
১৭	জনাব রেজবিনা খানম	আর্কিটেক্ট	১৮
১৮	জনাব মোঃ নাজমুল হক	সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)	১৯
১৯	জনাব মোঃ সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২০
২০	জনাব মুহঃ ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)	২১
২১	জনাব খান হাবিবুর রহমান	লাইসেন্স অফিসার (বাণিজ্য)	২২
২২	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি অফিসার	২৩
২৩	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	২৪
২৪	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা	২৫
২৫	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৬
২৬	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৭	জনাব মোঃ শাহীনুর জামান	উচ্চমান সহকারী, বর্তমানে প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মরত, জনস্বাস্থ্য বিভাগ	২৮
২৮	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
২৯	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০
৩০	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	বাজার সুপার	৩১

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব শরীফ আসিফ রহমান উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক প্রশাসক মহোদয়ের অনুরোধে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি কোরআন তেলাওয়াতের অনুরোধ জানালে কেসিসি'র মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি অত্র সভায় উপস্থিত সকলের পরিচয় প্রদানের অনুরোধ জানালে পর্যায়ক্রমে সকলেই নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। গত ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)**, কেসিসি গত ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং কেসিসি'র নতুন প্রশাসক মহোদয়ের অবগতির জন্য গত সভার কার্যবিবরণীর প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। উক্ত কার্যবিবরণী সম্পর্কে কারো কোন বক্তব্য না থাকলে নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে অথবা কোথাও কোন সংশোধন/পরিবর্তন থাকলে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ** বলেন, ৮ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইজ অনুমোদন হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি বা কাজের পরিধি বাড়লে রিভাইজ এস্টিমেট হতে পারে। তবে উক্ত প্রকল্পগুলোতে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ এবং যৌক্তিকতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, ৮ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিষয়ে রিভাইজ এস্টিমেট কেন করা হয়েছে নথিতে তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ভবিষ্যতে রিভাইজ এস্টিমেট করার বিষয়ে যথাযথ কারণ ও যুক্তি উল্লেখ করা হবে। মন্ত্রণালয় হতে কেসিসিতে ১৫ (পনের) কোটি টাকার এবং ১১ (এগারো) কোটি টাকার দু'টি পৃথক জিও দেয়া হয়েছিল। ১৫ কোটি টাকা জুন মাসের পূর্বে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জুলাই মাসে জারীকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ১৫ (পনের) কোটি টাকার মধ্য হতে খুলনা প্রেস ক্লাব নির্মাণের জন্য ০৮ (আট) কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে। উক্ত পরিপত্র আসার আগেই কেসিসি'র উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার হয়ে গেছে বিধায় খুলনা প্রেস ক্লাব নির্মাণের জন্য প্রথম পর্যায়ে কেসিসি ৪(চার) কোটি টাকা দিবে এবং পরবর্তীতে বাকি ৪(চার) কোটি টাকা বরাদ্দ দিবে মর্মে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চলমান পাতা

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে গঠিত ৪(চার)টি উপ-কমিটির বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্তে ব্যয়কৃত অর্থ ভ্যাট ও উৎসকরসহ মোট (৪,২১,১১৫+১,১৪,৬৯০+ ১,০৯,৮৭৫+৬,০৮,৫৫০)=১২,৫৪,২৬০/-(বার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশত ষাট) টাকা ব্যয় সম্পর্কে অডিট করার জন্য তিনি নিম্নরূপ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন ঃ **কমিটি ঃ** (I) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত বিভাগ, কেসিসি। (II) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি। (III) ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি। **সভাপতি** বলেন, সিটি কর্পোরেশন বা এ জাতীয় সংস্থা রেজুলেশন বেজ করে চলে বিধায় রেজুলেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন বিষয়ের বাস্তবায়নের জন্য ফাইলে নোট দেয়ার সময় আলোচ্যসূচি নং ও সিদ্ধান্ত নং উল্লেখ করতে হবে। ৬নং এজেন্ডায় প্রকল্পের রিভাইজ এস্টিমেট করার বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার যথার্থই বলেছেন। যে কোন রিভাইজ এস্টিমেটের কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির মাধ্যমে টাকা খরচ করতে হয়, এককভাবে এই টাকা খরচ করার সুযোগ নেই। তাই তিনি উল্লিখিত খরচসমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠনে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসিতে গত ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির রিভাইজ এস্টিমেটের কারণ ও যৌক্তিকতা বিস্তারিত উল্লেখকরণ এবং আলোচ্যসূচি ৭(বিবিধ-৬) এ জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নে খরচসমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **কমিটি ঃ** (I) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত বিভাগ, কেসিসি। (II) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি। (III) ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি। এছাড়া, ৮ম সভার কার্যবিবরণীর অন্যান্য আলোচ্যসূচিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২। পাওয়ার হাউজ মোড়স্থ বিদ্যুৎ অফিস কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকা কেসিসি মালিকানাধীন ০.৪৭ একর জমি ওজোপাডিকো কর্তৃক অধিগ্রহণের অনুকূলে অনাপত্তির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব রহিমা সুলতানা বুশরা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন নথিদৃষ্টে দেখা যায়, খুলনা মহানগরীর পাওয়ার হাউজ মোড়স্থ বিদ্যুৎ অফিস কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকা কেসিসি মালিকানাধীন সিএস ও এস এ রেকর্ডীয় ০.৫০ একর জমির স্থলে বিআরএস রেকর্ডভূক্ত ০.৭৭৯৪ একর জমির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

মৌজার নাম	সি এস খতিয়ান	সি এস দাগ	এস এ খতিয়ান	এস এ দাগ	আর এস খতিয়ান	আর এস দাগ	জমির পরিমাণ
বানিয়াখামার	৭৭৫	১৯৯১, ১৯৯৬, ২০১৩	২,৩৮৯৬	২৩৭৬, ২৩৯৯, ২৪০৫ ও ২৪০৬	৪৩	৯৬১২	০.৭৭৯৪ একর

(১) সি.এস ও এস.এ রেকর্ডভূক্ত উক্ত ০.৫০ একর জমি তদানিন্তন খুলনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর অনুকূলে জানুয়ারি ১৯৩৫ সাল হতে ২৮/০৯/১৯৩৫ তারিখে ১৯২৫ নং লীজ দলিলমূলে শর্ত সাপেক্ষে উক্ত জমি তৎকালিন খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথমে খুলনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের অনুকূলে লীজ প্রদান করা হয়।

(২) খুলনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিলুপ্ত হলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং সর্বশেষ ওজোপাডিকো উক্ত জমি ভোগ দখল করে আসছেন। লীজের শর্ত মোতাবেক কোন লীজ মানি কেসিসিকে পরিশোধ না করায় দীর্ঘদিন পত্র আদান প্রদানের পর স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ১২/০৮/২০২১ তারিখ ৫০৯ নং স্মারক পত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক দেনা-পাওনা নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত ০২/১১/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০.৪৭ একর জমির ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত ৬,৮০,০৮,৯৬৪/-(ছয় কোটি আশি লক্ষ আট হাজার নয়শত চৌষট্টি) টাকা ওজোপাডিকো কেসিসিকে পরিশোধসহ ১০% বৃদ্ধিতে বাৎসরিক লীজ মানি পরিশোধ করে আসছেন। উল্লেখ্য, বকেয়া উক্ত টাকার মধ্যে ২০২২ সালে ০.৪৭ শতক জায়গার লীজ মানি ধার্য্য ছিল ৬২,১৫,১৪১/-(বাষট্টি লক্ষ পনের হাজার একশত একচল্লিশ) টাকা।

(৩) লীজ মানির উপর বার্ষিক ১০% মূল্য বৃদ্ধিতে ওজোপাডিকোর নিকট হতে ২০২৩ সালে ৬৮,৩৬,৬৫৭/-(আটষট্টি লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত সাতান্ন) টাকা, ২০২৪ সালে ৭৫,২০,৩২৩/-(পঁচাত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশত তেইশ) টাকা পাওয়া গেছে এবং ২০২৫ সালে লীজ মানি ৮২,৭২,৩৫৫/-(বিরাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা প্রাপ্য হবে।

(৪) পক্ষান্তরে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিকট ওজোপাডিকোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনা জুলাই-২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৫,৪১,৭৮,১৫৪/-(পঁচিশ কোটি এক চল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকা।

(৫) উক্ত সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ওজোপাডিকো সরকারি নিয়মানুযায়ী উক্ত জায়গা অধিগ্রহণ করবে। যতদিন অধিগ্রহণ করতে না পারবে ততদিন একই হারে অর্থাৎ ১০% বৃদ্ধিতে বাৎসরিক ভাড়া কেসিসিকে পরিশোধ করবেন।

(৬) ওজোপাডিকো উক্ত জমি অধিগ্রহণের পর কেসিসির নিকট পাওনা বিদ্যুৎ বিল যা কেসিসি ওজোপাডিকোকে পরিশোধ করবে। ওজোপাডিকো উক্ত জমি অধিগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে কেসিসিতে পত্র প্রদান করেছে। উক্ত জমি অধিগ্রহণের অনুকূলে ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে। অনুরূপ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতেও প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের জন্য কেসিসিকে পত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চলমান পাতা

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এষ্টেট অফিসার, কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন জায়াগাটি বিদ্যুৎ বিভাগ লীজ নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি বলেন, কেসিসি'র কাজের পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই কেসিসি'র যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্যারেজ সম্প্রসারণ কল্পে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ব্যবহৃত উক্ত জমির সংলগ্নে নতুন করে জায়গা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। মূল্যমান এই জমি হাতছাড়া হলে এমন জমি আর পাওয়া যাবে না মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিকট জুলাই ২০২৫ মাস পর্যন্ত ওজোপাডিকোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২৫,৪১,৭৮,১৫৪/-(পঁচিশ কোটি এক চল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকা পাওনা রয়েছে যা পরিশোধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কেসিসি'র সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)** কেসিসি বলেন, বর্তমানে কেসিসি'র বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এর বিল বাবদ মাসিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বিল আসে। তিনি বলেন, সাবেক মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রতি মাসে ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা হারে পরিশোধ করা হয়। **সভাপতি বলেন,** জমি অধিগ্রহণ এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। তিনি বলেন, জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি জন প্রতিনিধির অধীনে নিষ্পত্তি হওয়া উচিৎ। তাই নির্বাচিত পরিষদ দায়িত্ব গ্রহনের পর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অপর দিকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে একটি পলিসি গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া থাকা ২৫ কোটি টাকার বিপরীতে মাসিক ২৫ লক্ষ টাকা হারে পরিশোধ করলে কখনোই বকেয়া পরিশোধ হবে না, শুধুমাত্র সারচার্জ পরিশোধ হবে। অন্ততপক্ষে মাসে ৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করলে রানিং মাসের সাথে এক মাস করে বকেয়া পরিশোধ হবে। তাই বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়ে পলিসি প্রণয়নের বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-২ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (ক) পাওয়ার হাউজ মোড়স্থ বিদ্যুৎ অফিস কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকা কেসিসি মালিকানাধীন ০.৫০ একর জমি ওজোপাডিকো কর্তৃক অধিগ্রহণের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিকট ওজোপাডিকোর পাওনা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়ে পলিসি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন কৃষ্ণনগর মৌজায় ০.৯০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন হয়। ১ম সংশোধনী মোতাবেক গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ১০ একর জমির পরিবর্তে ১১.০০ একর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পে গ্যারেজ নির্মাণের জন্য খোলাবাড়িয়া মৌজায় ৯.৭২ একর জমি অধিগ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত উক্ত জমির চৌহদ্দির মধ্যে থাকা অধিগ্রহণ বহির্ভূত আরও ০.৩৮ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। ভাসমান এসকেভেটর, ওয়াটার মাস্টার ও উইড হারভেস্টর রাখার জন্য গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে (বটিয়াঘাটা সড়ক ও হাতিয়া নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়) বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন কৃষ্ণনগর মৌজার বিআরএস ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪১২, ১৪১৩, ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬ ও ১৪১৭ নং দাগ হতে অবশিষ্ট ০.৯০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ত বিভাগ হতে সম্পত্তি শাখাকে অনুরোধ জনানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৯/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় এবং উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) উক্ত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। **সভাপতি** বলেন, অধিগ্রহণ প্রস্তাব যৌক্তিক হলে প্রকল্পে টাকার সংস্থান থাকা সাপেক্ষে প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে। উপস্থিত সকলে উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৩ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ভাসমান এসকেভটর, ওয়াটার মাস্টার ও উইথ হারভেস্টর ইত্যাদি সংরক্ষণ ও মেরামতের সুবিধার্থে গ্যারেজ নির্মাণের জন্য খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন কৃষ্ণনগর মৌজার সম্ভাব্য বিআরএস ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪১২, ১৪১৩, ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬ ও ১৪১৭ নং দাগের মধ্য হতে সর্বাধিক সুবিধাজনক স্থান হতে ০.৯০ একর জমি বা যে পরিমাণ জমি উন্মুক্ত পাওয়া যাবে উক্ত জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ রাজস্ব বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। রূপসা মহাশ্মশানে একটি মরনার্স ওয়েটিং হল নির্মাণ প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক দ্রুত কাজ শুরু করার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত স্থানে বিদ্যমান পুরাতন ভবনটি অপসারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার, কেসিসি বলেন,** পূর্ত বিভাগ কর্তৃক রূপসা মহাশ্মশানে একটি মরনার্স ওয়েটিং হল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩০/০৪/২৫ খ্রিঃ তারিখ উক্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ৩১/১২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। উক্ত স্থানে বিদ্যমান পুরাতন সেড টি নিলাম প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক উক্ত স্থাপনার মূল্য নিরুপণ করা হয়েছে ১,৮৪,৫১৯.৬০(এক লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনিশ টাকা ষাট পয়সা) টাকা। অপরদিকে উক্ত স্থাপনা ভাঙ্গার খরচ নিরুপণ করা হয়েছে ১,৫৩,৫৩৫.৭৬(এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা। স্থাপনার মূল্য হতে ভাঙ্গার খরচ বাদে প্রকৃত এস্টিমেট দাঁড়িয়েছে ৩০,৮৮৪/-(ত্রিশ হাজার আটশত চুরাশি) টাকা। উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থাপনাটি নিলাম প্রদানের আদেশের নিমিত্তে নথি উপস্থাপন করা হয়। প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে ১,৮৪,৫১৯.৬০(এক লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনিশ টাকা ষাট পয়সা) টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থাপনাটি নিলাম প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১,৮৪,৫১৯.৬০(এক লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনিশ টাকা ষাট পয়সা) টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থাপনাটি নিলাম প্রদানের লক্ষ্যে ২০/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দরপত্র দাখিলের দিনক্ষণ ধার্য্য করে গত ২৮/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের সম্পত্তি-২৫/১১৭৭ নং স্মারকে দরপত্র আহবান করা হয়। আহুত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র দাখিলের জন্য ধার্যকৃত ২০/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ উক্ত কাজের বিপরীতে কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। এখনও পর্যন্ত উক্ত স্থানে বিদ্যমান পুরাতন স্থাপনাটি অপসারণ করা সম্ভব না হওয়ায় বিশ্ব ব্যংকের সহায়তাপুষ্ট কোভিড-১৯ প্রকল্পভূক্ত নুতন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত স্থানে বিদ্যমান পুরাতন সেডটি অপসারণ করা প্রয়োজন। যেহেতু নিলাম দরপত্র আহবান করেও আগ্রহী দরদাতা পাওয়া যায়নি, সেহেতু জরুরি ভিত্তিতে উক্ত পুরাতন স্থাপনাটি অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

চলমান পাতা

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি বলেন, প্রকল্প স্থানের পুরাতন সেড টি অপসারণের জন্য সম্পত্তি শাখার মাধ্যমে ইতিমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হলেও কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ করার জন্য দ্রুত কাজ শুরু করা দরকার। উল্লেখ্য যে, গত ২৬/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে কেসিসিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) জনাব এম.এ আকমল হোসেন আজাদ উক্ত প্রকল্পটির কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাই নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যেহেতু স্থাপনাটি নিলাম প্রদান যায়নি, সেহেতু প্রকল্পের কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক দ্রুত কাজ শুরু করার স্বার্থে সেখানে বিদ্যমান পুরাতন সেড টি কেসিসি কর্তৃক ভেঙ্গে জায়গা খালি করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। **সভাপতি** বলেন, কোন স্থাপনা নিলাম প্রদানের ক্ষেত্রে স্থাপনার মূল্য হতে উহা ভাঙ্গার খরচ এবং ভ্যাট ও আয়কর বাদ দিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক উক্ত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে নিলাম প্রদান করা হয়ে থাকে। যেহেতু স্থাপনাটি নিলাম প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করেও কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি সেহেতু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত পরিত্যক্ত স্থাপনা অপসারণ পূর্বক নুতন ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৪ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে রূপসা মহাশ্মশানে মরনার্স ওয়েটিং হল নির্মাণ প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক দ্রুত কাজ শুরু করার স্বার্থে কেসিসি কর্তৃক উক্ত স্থানের পুরাতন স্থাপনা ভেঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে জায়গাটি খালি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। ৩১টি ওয়ার্ড অফিসে ও ১০টি সংরক্ষিত আসনে কর্মরত ৪১জন অফিস সহায়ক এবং কেসিসি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ সর্বমোট (৩১+১০+২)=৪৩ জনের জন্য ৪৩(তেতাল্লিশ) সেট পোশাক (সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট) এবং তাদের জন্য আরো ৪৩(তেতাল্লিশ)টি শীতকালীন গরম পোশাক প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১ টি ওয়ার্ড অফিসে ও ১০টি সংরক্ষিত আসনে কর্মরত ৪১ জন অফিস সহায়ক এবং কেসিসি মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনসহ সর্বমোট ৪৩ জন কর্মচারীর জন্য এক সেট করে পোশাক (সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট) ও এক সেট করে শীতকালীন গরম পোশাক প্রদানের বিষয়টি আলোচ্যসূচিভূক্ত করা হয়েছে। **সভাপতি** বলেন, প্রাধিকারযোগ্য কর্মচারীদের পদ্ধতিগতভাবে পোশাক প্রদান করা হবে। তবে অবশ্যাই পোশাক পরিধান করে অফিসে আসতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৫ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১টি ওয়ার্ড অফিস ও ১০ টি সংরক্ষিত আসনে কর্মরত মোট (৩১+১০)= ৪১ জন অফিস সহায়ক এবং কেসিসি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ সর্বমোট ৪৩ জনের জন্য এক সেট করে মোট ৪৩ সেট পোশাক (সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট) ও এক সেট করে মোট ৪৩ সেট শীতকালীন গরম পোশাক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। নিরাপত্তা প্রহরীদের দীর্ঘদিন কোন শীতকালীন গরম পোশাক না থাকায় তাদের জন্য ১২১(একশত একুশ) সেট গরম পোশাক প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, ১২১ জন নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য এক সেট করে পোশাক শীতকালীন গরম পোশাক প্রদানের বিষয়টি আলোচ্যসূচিভূক্ত করা হয়েছে। **জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস, নিরাপত্তা সুপারভাইজার,** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা প্রহরীদের সর্বশেষ ২০০০ সালে গরম পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত পোশাক ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে। তাই তাদের জন্য পোশাক সরবরাহ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, তালিকা করার সময় ভূল বশতঃ ওয়ার্ড অফিসের নিরাপত্তা প্রহরীদের নাম বাদ পড়েছে। **সভাপতি** বলেন, প্রাধিকার থাকলে তাদের পোশাক সরবরাহ করা হবে। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভুল থাকলে সংশোধন পূর্বক সংশোধিত তালিকার ভিত্তিতে শীতকালীন গরম পোশাক সরবরাহের বিষয়ে তিনি মতব্যক্ত করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৬ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রাধিকারের ভিত্তিতে সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রহরীদের ০১(এক) সেট করে শীতকালীন গরম পোশাক সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। (ক) খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) টাকার মধ্যে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার বাজেট সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার,** কেসিসি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত স্কুলের শিক্ষকদের কোন ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়না। তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **সভাপতি বলেন,** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত সেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য হতে আপাতত: ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার বাজেট সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। অপরদিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়টি ৭ (খ) নং ক্রমিকে আলোচ্যসূচিভূক্ত করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৭ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের বিষয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের জন্য চলতি অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দকৃত ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) টাকার মধ্য হতে আপাতত: ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার বাজেট সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
(খ) খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**সভাপতি** খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট বিষয়ে বলেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট প্রদানে বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সুপারিশ দাখিল করার জন্য বাজেট কাম এ্যাকাউন্টস অফিসার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই উক্ত প্রস্তাবের সাথে সহমত ব্যক্ত করেন।	(খ) খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আইনের আলোকে সুপারিশ দাখিল করার জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : **কমিটি :** (১) বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি। (২) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি। (৩) অধ্যক্ষ, খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, খালিশপুর, খুলনা।	হিসাব বিভাগ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফরম (পেমেন্ট সার্টিফিকেট, নাগরিক সনদ, ওয়ারেশ কায়েম সনদ, নন ম্যারেজ সনদ) সহ অন্যান্য সনদ ও বিভিন্ন শাখার ফরমের উপর ফি নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফরম (পেমেন্ট সার্টিফিকেট, নাগরিক সনদ, ওয়ারেশ কায়েম সনদ, নন ম্যারেজ সনদ) সহ অন্যান্য সনদ ও বিভিন্ন শাখার ফরমের উপর ফি নির্ধারণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, এজেন্ডায় বর্ণিত ফরমগুলো ছাড়া খুলনা নগরীর প্রতিনিয়ত নিকাহ/বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) এর উপর ফি ধার্য করা যেতে পারে। খুলনা শহরে দৈনিক ৪-৫ হাজার নিকাহ/বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি নিকাহ/তালাকের ক্ষেত্রে ফি ধার্য করার বিষয়ে অদ্যকার সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **সভাপতি** অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে যেভাবে উল্লিখিত ফরমসমূহের ফি ধার্য করা হয়েছে, তা যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী সভায় সুপারিশ দাখিল করার জন্য বাজেট-কাম এ্যাকাউন্টস অফিসারের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি "ফরমের ফি নির্ধারণ কমিটি" গঠনের মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৮ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফরম (পেমেন্ট সার্টিফিকেট, নাগরিক সনদ, ওয়ারেশ কায়েম সনদ, নন ম্যারেজ সনদ) সহ অন্যান্য সনদ ও বিভিন্ন শাখার ফরমের উপর অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে যেভাবে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে যাচাই-বাছাই করে সেভাবে ফি নির্ধারণ করার জন্য নিম্নরুপ "ফরমের ফি নির্ধারণ কমিটি" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : **কমিটি :** ১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। ২। বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি। ৩। সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত পূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ খান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার বেতন ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকার স্থলে অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ন্যায় তার বেতনও বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত পূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ খান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার বেতন ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকার স্থলে অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় তার বেতনও বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি বলেন, বিগত ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. তারিখের ৮ম মাসিক সমন্বয় সভায় মাস্টাররোল কর্মচারীদের বেতন দৈনিক ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস হতে তাদের বর্ধিত হারে বেতন দেয়া হয়েছে। বহিরাগত শ্রমিকদের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে দৈনিক মজুরি করা হয়েছে। তাদের সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ২২(বাইশ) দিনের বেতন দেয়া হচ্ছে। আউট সোর্সিং শ্রমিকদেরও দৈনিক ১০০/-(একশত) টাকা হারে বাড়িয়ে (১৮,০০০+৩,০০০)=২১,০০০/-(একুশ হাজার) টাকা হারে বেতন দেয়া হচ্ছে। মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন বাড়িয়ে ২৩,০০০/-(তেইশ হাজার) টাকা করা হয়েছে। সেই হিসেবে আবেদনকারী জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ খান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (চুক্তিভিত্তিক) এর বেতন মাসিক ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, ইতোপূর্বে মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে ২৩,০০০/-(তেইশ হাজার) টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সহকারী প্রকৌশলী (চুক্তিভিত্তিক) তাদের উপরে অথচ জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ খান এর বেতন ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা রয়ে গেছে। তাই অন্যান্য সকলেই চাচ্ছে তার বেতন বৃদ্ধি হোক। **সভাপতি** বলেন, উর্ধ্বতন এর চেয়ে অধঃস্তন কর্মচারী বেশি বেতন পেতে পারে না। তবে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না, তাদের বিষয়ে কিছু শর্ত থাকে। শর্ত এ্যানালাইসিস করে তাদের বেতন যৌক্তিকভাবে যেভাবে বাড়ানো যায় তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অর্থাৎ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এর প্রস্তাব মতে বেতন ধার্য করার জন্য তিনি সহমত ব্যক্ত করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-৯ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র পূর্ত বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ খান এর পূর্বের মাসিক বেতন ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকার স্থলে তার বেতন বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে সর্বসাকুল্যে তার মাসিক বেতন ২৩,০০০/-(তেইশ হাজার) টাকা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কনঃ শাখা হিসাব বিভাগ পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১০। কেসিসি'র ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি এবং নগর ভবন ও খালিশপুর শাখা অফিসে ২টিসহ মোট ৩৩টি সিটিজেন চার্টার বোর্ড তৈরি ও স্থাপন বাবদ ব্যয় নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি কেসিসি'র ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি এবং নগর ভবন ও খালিশপুর শাখা অফিসে ২টিসহ মোট ৩৩টি সিটিজেন চার্টার বোর্ড তৈরি ও স্থাপন বাবদ ব্যয় নির্ধারণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি এ বিষয়ে সকলের মতামত কামনা করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক**, কেসিসি বলেন, ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব দিলে ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৈরি করে নিতে পারে অথবা টেন্ডারের মাধ্যমে সিটিজেন চার্টার করা যেতে পারে। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা**, বলেন, কেসিসি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখা থেকে যে সব তথ্য দিয়েছে তার আলোকে সিটিজেন চার্টার তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে লেখা অনেক বেশি হয়ে গেছে এবং লেখার বিষয়ে কমিয়ে দেয়ার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে লেখা কমিয়ে ৫টি সিটিজেন চার্টার তৈরি করা হয়েছে। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি বলেন, কিছু সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে বলা হয়েছিল সিটিজেন চার্টারগুলো অনেক পুরানো হয়ে গেছে এবং অনেক স্থানে তা নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কেসিসি'র ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে। একজনের উপর না চাপিয়ে সবাই মিলে সিটিজেন চার্টার তৈরির কাজটা করলে ভাল হয়। **সভাপতি** বলেন, সিটিজেন চার্টার তৈরি কেসিসি'র কাজ। এ কাজটি শুধু প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব না, এটা সবাই মিলে করতে হবে। ৩৩টি সিটিজেন চার্টার তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ হবে। সিটিজেন চার্টারে যা লেখা হবে তা সবাই মিলে ঠিক করে দিতে হবে। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ডিজাইনসহ প্রতিটি সিটিজেন চার্টার-এর সাইজ কত হবে, কি ধরনের ফন্ট হবে ইত্যাদিসহ ৩১টি ওয়ার্ডের জন্য একই ফরমেটে একইভাবে তৈরি করতে হবে। তাছাড়া লেখা অল্প হবে এবং বড় আকারে হতে হবে। এ বিষয়ে কমিটির অনুমোদনসহ আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ৩১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি ওয়ার্ডে সিটিজেন চার্টার লাগানো হয়েছে, বাকিগুলোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।	**সিদ্ধান্ত নং-১০ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে- (ক) প্রস্তুতকৃত ৫টি সিটিজেন চার্টার ব্যতিত প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-স্ব ওয়ার্ডের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত পূর্বক টানাবেন ও বিল দাখিল করবেন। (খ) 'সিটিজেন চার্টার কমিটি'র অনুমোদিত ডিজাইন, সাইজ ও ফরমেট অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ কমিটি ঃ (১) জনাব আবির উল জব্বার চিফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি। (২) ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি। (৩) জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি।	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ও হিসাব বিভাগ সিটিজেন চার্টার কমিটি

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১১। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আগত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে কেসিসি'র মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রীসহ মধ্যাহ্নভোজ বাবদ সাধারণ প্রশাসনিক শাখার নিম্নমান সহকারী জনাব মোঃ আবু হাসান এর নিজ পকেট হতে খরচকৃত ভ্যাট ও উৎসকরসহ সর্বমোট ১,৩২,৪৩৮/-(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আগত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে কেসিসি'র মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রীসহ মধ্যাহ্নভোজ বাবদ সাধারণ প্রশাসনিক শাখার নিম্নমান সহকারী জনাব মোঃ আবু হাসানের খরচকৃত ভ্যাট ও উৎসকরসহ সর্বমোট ১,৩২,৪৩৮/-(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকা ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং অনুমোদনের বিষয়ে সকলের মতামত কামনা করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কিছু কর্মকর্তাসহ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি দলের আপ্যায়ন করা হয়েছে এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের গিফট প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ১,৩২,৪৩৮/-(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকা খরচ হয়েছে। **সভাপতি** বলেন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন থেকে আগত প্রতিনিধিদের গিফট দেয়া এবং আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ১,৩২,৪৩৮/-(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকা খরচ হয়েছে। এটা এত সংক্ষেপে লিখলে হবে না। উক্ত টাকার ব্যয়ের খাতওয়ারি ডিটেইলস দেখাতে হবে। যৌক্তিকভাবে কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে পৃথকভাবে তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে, তবেই এ সভার মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন করা হবে।	**সিদ্ধান্ত নং-১১ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান, তাদের উপহার সামগ্রী প্রদান এবং মধ্যাহ্নভোজ বাবদ মোট ১,৩২,৪৩৮/-(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকা ব্যয় সংক্রান্তে যৌক্তিকভাবে কোন্ খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে পৃথকভাবে ব্যয় স্পষ্ট উল্লেখ করা সাপেক্ষে উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ব্যয় বিষয়ে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ কমিটি ঃ (i) নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), পূর্ত বিভাগ, কেসিসি। (ii) ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি। (iii) বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, কেসিসি।	হিসাব বিভাগ প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১২। খালিশপুর আলমনগর চরের হাট রোডে অবস্থিত কেসিসি'র নিজস্ব ফাঁকা জমিতে ১৩নং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি খালিশপুর আলমনগর চরের হাট রোডে অবস্থিত কেসিসি'র নিজস্ব ফাঁকা জমিতে ১৩নং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার,** কেসিসি বলেন, ওয়ার্ড অফিসের জন্য কয়েক বছর আগে জায়গা অধিগ্রহণ করা ছিল। **সভাপতি** বলেন, ১৩নং ওয়ার্ড অফিস যদি ভাড়ায় চলে এবং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের জন্য পূর্বে জায়গা অধিগ্রহণ করা থাকলে কেসিসি'র পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে ওয়ার্ড অফিস করার উপযোগী হলে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	**সিদ্ধান্ত নং-১২ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খালিশপুর আলমনগর চরের হাট রোডে অবস্থিত কেসিসি'র অধিগ্রহণকৃত জায়গায় পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ১৩নং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
১৩। ৩০নং ওয়ার্ড অফিসের সম্মুখস্থ বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ পুন: নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি ৩০নং ওয়ার্ড অফিসের সম্মুখস্থ বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ পুন: নির্মাণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে বলার অনুরোধ করেন। তবে এ বিষয়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা অবগত নন বিধায় তিনি বলেন, পরবর্তীতে এজেন্ডা দাখিল করতে হলে অফিসিয়ালি ফাইলে অনুমোদন নিয়ে সাধারণ সভায় এজেন্ডা দিতে হবে। **সভাপতি** বলেন, দোকানসমূহ পূণঃ নির্মাণ করতে হলে পুরাতন দোকানগুলোর ছবি তুলে দেয়ার দরকার ছিল। তা দেয়া হয়নি বিধায় অত্র এজেন্ডার কোন আলোচনা হবে না এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।	**সিদ্ধান্ত নং-১৩ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ৩০নং ওয়ার্ড অফিসের সম্মুখস্থ বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ পুন: নির্মাণ সংক্রান্তে এজেন্ডার বিষয়ে কোন আলোচনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৪। কর আদায় শাখার হোল্ডিং ট্যাক্স সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স রক্ষণাবেক্ষণের জন্য (সার্ভিস চার্জ বাবদ) সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্টিল টেক লিমিটেড (STL) কে ৬(ছয়) মাসের জন্য মাসিক ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসি'র কর আদায় শাখার হোল্ডিং ট্যাক্স সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স রক্ষণাবেক্ষণের জন্য (সার্ভিস চার্জ বাবদ) সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্টিল টেক লিমিটেড (STL) কে ০৬(ছয়) মাসের জন্য মাসিক ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে আইটি ম্যানেজার-কে বিস্তারিত বলার অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক, আইটি ম্যানেজার,** কেসিসি বলেন, বর্তমানে কেসিসির হোল্ডিং ট্যাক্স অন-লাইনে ও অফ-লাইনে পেমেন্ট করতে পারে। অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে যে সফটওয়্যারটি চলমান আছে তা SNV কর্তৃক নিয়োগকৃত সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান স্টীল টেক লিঃ (STL) এর নির্মাণ করা। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১ (এক) বছর ধরে বিনামূল্যে সফটওয়্যার সাপোর্ট দিচ্ছে ও মেইনটেইন্যান্স করে আসছে। এখন তারা বিনামূল্যে সফটওয়্যার সাপোর্ট দিতে চাচ্ছে না। তাই SNV এর সহযোগিতায় তাদের সাথে কেসিসির একটা চুক্তি করে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী স্যারের সাথে তিনিসহ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা স্যারের কথা হয়েছিল যে, আপাততঃ ছয় মাসের জন্য প্রাথমিকভাবে উক্ত সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে মেইনটেইন্যান্স/রক্ষণাবেক্ষন করার দায়িত্ব দেয়া যায়। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** আপাততঃ অস্থায়ীভাবে ছয় মাসের জন্য 'স্টীলটেক লিঃ (STL) প্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত সফটওয়্যার মেইনটেইন্যান্স এর দায়িত্ব দেয়ার অনুরোধ করেন। যেহেতু SNV চলে যাবে, সেহেতু তিন মাসের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে অন্য সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে এ দায়িত্ব দেয়া যাবে। **জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, কেএমপি,** খুলনা বলেন, তাদের পুলিশ বিভাগে অনেক সফটওয়্যার আছে। পুলিশের প্রায় সার্বিক কার্যক্রম এখন ডিজিটালাইজড। প্রথমে সফটওয়্যার কোম্পানি অনলাইনে ১/২ বছর ফ্রি সার্ভিস দেয়। এই সময়ের মধ্যে তাদের আইটি সেক্টর সফটওয়্যার সম্পর্কে পুরো বিষয়টি বুঝে নেয়, অত:পর পুলিশ বিভাগ সফটওয়্যারটি তাদের ইচ্ছামত সাজিয়ে নেয়। তখন সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে কিছুই থাকে না। কেসিসিকেও এভাবে সব কিছু নিজেদের আয়ত্ত্বে বুঝে নিতে হবে। **সভাপতি** অস্থায়ীভাবে ছয় মাসের জন্য স্টীল টেক লিঃ (STL) নামক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের সফটওয়্যারটি মেইনটেইন্যান্স/রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে মাসিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ দেয়ার বিষয়ে আরো একটু স্পষ্ট বর্ণনা দিতে হবে।	**সিদ্ধান্ত নং-১৪ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের সফটওয়্যার মেইনটেইন্যান্স/ রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব আগামী ০৬(ছয়) মাসের জন্য স্টীল টেক লিঃ (STL)কে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে তাদের মাসিক সার্ভিস চার্জ ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা দেয়ার বিষয়টির বর্ণনা আরো স্পষ্ট দিতে হবে।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৫। কর আদায় শাখার চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদায়কারী সরকারদের ৪০(চল্লিশ)টি উন্নতমানের রেইন কোর্ট ক্রয় বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৬৬,৮৮০/-(ছেষট্টি হাজার আটশত আশি) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত),** কেসিসির কর আদায় শাখার চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদায়কারী সরকারদের ৪০(চল্লিশ)টি উন্নতমানের রেইন কোর্ট ক্রয় বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৬৬,৮৮০/-ছেষট্টি হাজার আটশত আশি) টাকা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন রেইন কোর্ট ক্রয় বাবদ আগেই ব্যয় হয়ে গেছে এবং বিল প্রদান করা হয়ে গেছে। এখন এ বিষয়ে ব্যয় অনুমোদন প্রয়োজন। **সভাপতি** বলেন, ৪০টি রেইন কোর্ট ক্রয় বাবদ যেহেতু বিল পরিশোধ করা হয়ে গেছে, সেহেতু এ খাতে ব্যয় অনুমোদন করা যেতে পারে।	**সিদ্ধান্ত নং-১৫ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কর আদায় শাখার চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদায়কারী সরকারদের ৪০(চল্লিশ)টি উন্নতমানের রেইন কোর্ট ক্রয় বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৬৬,৮৮০/-(ছেষট্টি হাজার আটশত আশি) টাকার ব্যয় অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬। কর আদায় শাখায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত আদায় হওয়ায় উক্ত শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক বেলার মধ্যাহ্ন ভোজ বাবদ ব্যয়িত ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪৫,৮৮৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত পঁচাশি) টাকা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত)**, কেসিসি'র কর আদায় শাখায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত আদায় হওয়ায় উক্ত শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক বেলার মধ্যাহ্ন ভোজ বাবদ ব্যয়িত ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪৫,৮৮৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত পঁচাশি) টাকা অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে কর আদায় শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলার অনুরোধ জানান। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার**, কেসিসি বলেন, কর আদায় ও করধার্য শাখা একটি অপরটির পরিপূরক। সম্প্রতি সময়ে করধার্য শাখা থেকে রিভিউ বোর্ডে কেস পেন্ডিং থাকায় কর আদায় শাখায় অনেক অনাদায় টাকা পড়ে ছিল। উক্ত টাকাগুলো আদায় হয়ে চলে এসেছে। ঐ শাখার কর্মচারীরা কর আদায়ে অনেক আন্তরিক ছিল বিধায় টার্গেটের চেয়ে আদায় বেশি হওয়ায় এক বেলার খাবারের দাবি ঠিক ছিল। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ এ্যাসেসর**, কেসিসি, বলেন, আগের মেয়রের আমলে অর্থাৎ ১৬/১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ্যাসেসমেন্ট রিভিউ পেন্ডিং কেসগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ায় কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী ছিল। উক্ত পেন্ডিং কেসগুলো প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত) এবং প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এর সহযোগিতায় কন্টিনিউ রিভিউ বোর্ড চালিয়ে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ নিষ্পত্তি হওয়ায় ৪/৫ কোটি টাকা বেশি আদায় সম্ভব হয়েছে। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর আদায় শাখার কর্মচারীরা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে টার্গেটের চেয়ে বেশি (১১০%) কর আদায় করেছে। টার্গেট বলতে বকেয়া ও হালনাগাদ কর আদায় বুঝায়। **সভাপতি** বলেন, কেসিসিতে আয়ের মূল উৎস হলো হোল্ডিং ট্যাক্স। কর আদায়ের টার্গেট বলতে বুঝায় বকেয়া কর ও হালনাগাদ কর। কেসিসি'র কর আদায়ে টার্গেটের চেয়ে বেশি আদায় হয়েছে। কিন্তু দাবির কথা বলতে সার্টিফিকেটে যে টাকা ধরা থাকবে সেই টাকা, বকেয়া পাওনা ও হালসনের পাওনা বুঝায়। কর আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, অনেক সময় দাবীর ক্ষেত্রে ভুল তথ্য থাকে। উক্ত শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক বেলার মধ্যাহ্ন ভোজ বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪৫,৮৮৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত পঁচাশি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে বিধায় ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন করা যায়।	**সিদ্ধান্ত নং-১৬ ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কর আদায় শাখায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত আদায় হওয়ায় উক্ত শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক বেলার মধ্যাহ্ন ভোজ বাবদ ব্যয়িত ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪৫,৮৮৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত পঁচাশি) টাকার ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৭। বিবিধ-১	**সভাপতি** বলেন, ঢাকা-চিটাগং শহরের হোটেলগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণ ও খুলনা শহরের হোটেলগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণ সিমিলার কি না এবং এ শহরের বাণিজ্যিক ভবনগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণ বিষয়ে তাদের অনুসরণপূর্বক মার্ক করে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি খুলনা শহরের বাণিজ্যিক ভবনগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-১) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা-চিটাগং শহরের বাণিজ্যিক ভবনগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খুলনা শহরের বাণিজ্যিক ভবনগুলোর ট্যাক্স নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
বিবিধ-২	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তুহারার পাশে বিশেষায়িত হাসপাতাল রোড অর্থাৎ সিটি বাইপাস সংযোগ সড়ক (রমজানের ব্রিজ পর্যন্ত) প্রকল্পটির সাড়ে উনিশ কোটি টাকার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া আছে। উক্ত রোডে ডিভাইডার দিলে প্রায় ১২৫টি গাছ কাটা প্রয়োজন। সম্পত্তি শাখা থেকে গাছ নিলামের জন্য নথি প্রসেস করা হয়েছে। এস্টেট অফিসারসহ প্রেস ক্লাবের আহবায়ক, পরিবেশ অধিদপ্তরের ডিডি এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (BELA)'র সমন্বকারীসহ বিভিন্ন লেভেলের লোক নিয়ে প্রকল্পস্থলে ভিজিট করা হয়েছে। উক্ত গাছগুলো কাটার জন্য পরিদর্শনকারী সকলেই একমত পোষণ করেছন। তিনি এ বিষয়ের ফাইলটি অগ্রগামী করার অনুরোধ জানিয়েছেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-২) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিশেষায়িত হাসপাতাল রোড অর্থাৎ সিটি বাইপাস সংযোগ সড়ক (রমজানের ব্রিজ পর্যন্ত) প্রকল্পটির ফাইল অগ্রগামী করাসহ উক্ত রোডের উন্নয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ১২৫টি গাছ কর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৩	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে জনবল নিয়োগ না দিলে কেসিসির উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৮৭ সালের সেটআপ দিয়ে এখনও কেসিসি চলছে। কেসিসি'র নতুন সেটআপ অনুমোদন হয়নি, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সেটআপ আপডেট হয়ে গেছে। পূর্ত বিভাগে কয়েকটা পদে জরুরিভাবে নিয়োগ না দিলে কার্যক্রম অচল হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে পড়েছে। ১৯৮৭ সালের সেট-আপ-এ শুন্য পদ পূরণ করা দরকার। কেসিসিতে অনেক যানবাহন কিন্তু কোন ম্যাকানিক নাই, সার্ভেয়ার নাই, এ ছাড়া কয়েকজন ড্রাইভার দরকার। পূর্ত বিভাগে সহকারী প্রকৌশলী নাই, মাত্র একজন সহকারী প্রকৌশলী আছে তাও চুক্তিভিত্তিক। সরাসরি সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এবং দুইজন উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জরুরি দরকার। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার**, কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের প্রাণ হলো রাজস্ব বিভাগ। শাখা অফিসার আছেন মাত্র একজন (বাজার সুপার), আর কোন শাখা অফিসার নেই। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত), কেসিসি** বলেন, আসন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ত বিভাগের কিছু পদ পূরণ হবে। অন্যান্য শাখা ও বিভাগের শুন্য পদ পূরণে দ্রুতই মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণে পত্র প্রেরণ করা হবে।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-৩) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র টেকনিক্যাল পোস্টগুলোতে জরুরিভাবে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪	**ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে ৬০০০ এর উপরে বেওয়ারিশ কুকুর আছে। এদের উৎপাতে নগরবাসী অতিষ্ঠ। কিন্তু প্রাণী কল্যাণ আইন, ২০১৯ অনুসারে এবং হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বেওয়ারিশ কুকুরকে গণহারে নিধন/অপসারণ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে কেসিসি খুলনা মহানগরীতে কুকুর ও বিড়ালকে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা প্রদান করছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Furry Friends Foundation) ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন অক্টোবর, ২০২৫ মাসে ৫৯টি কুকুরকে বন্ধ্যাত্বকরণ করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে কেসিসি'র প্রাথমিক আলোচনার প্রেক্ষিতে খুলনা শহরে কুকুর বন্ধ্যাত্বকরণে তারা রাজি হয়েছেন। তবে তাদের লজিস্টিক সাপোর্টসহ কিছু আনুষাঙ্গিক সহায়তা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তারা কেসিসি'র সহযোগিতা কামনা করেছেন। এ বিষয়ে কেসিসি'র উপস্থিত সকলে রাজি থাকলে এ বিষয়টির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ডিসি সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। উপস্থিত সকলেই খুলনা মহানগরীতে কুকুর বন্ধ্যাত্বকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে একমত পোষণ করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-৪) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা শহরের কুকুর বন্ধ্যাত্বকরণে ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন (Furry Friends Foundation) কে লজিস্টিক সাপোর্টসহ আনুষাঙ্গিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ভি এস দপ্তর
বিবিধ-৫	**জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে ওএমএস ডিলার আছে মাত্র ২০টি, যা নারায়ণগঞ্জ শহরের তুলনায় অনেক কম এবং রাজশাহী ও বরিশালের চেয়েও কম। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের মাধ্যমে ডিও লেটার দিলে শিল্প নগরী বা বন্দর নগরী হিসেবে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য ডিলার পয়েন্ট বাড়িয়ে দেয়া যাবে।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-৫) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা শহরে ওএমএস ডিলার পয়েন্ট বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের ডিও লেটার প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
বিবিধ-৬	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, ২০১৯ সালে খুলনা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা হয়েছিল এবং সেখানে একটা প্রস্তাব হয়েছিল খুলনার ঐতিহ্যবাহী টুটপাড়া কবরস্থান এর জায়গা পাকা করতে করতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখানে মানুষের লাশ দাফনের জায়গা পাওয়া মুশকিল। সেখানে জমি অধিগ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালায়সহ বিভিন্ন স্থানে কাগজপত্র দেয়া আছে। সাবেক মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ মরিুজ্জামান এর আমলে ঐ কবরস্থানের জমি অধিগ্রহণের জন্য তিনি ডিও লেটার দিয়েছেন। **সভাপতি** অন্যত্র নতুন জায়গা অনুসন্ধান করে নতুন কবরস্থান তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতব্যক্ত করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-৬) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন জায়গা অনুসন্ধান করে নতুন কবরস্থান তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৭	**জনাব খান হাবিবুর রহমান, লাইসেন্স অফিসার (বাণিজ্য)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার মহোদয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকলেই উল্লিখিত বিষয়ে সহমত ব্যক্ত করেন।	**সিদ্ধান্ত নং-১৭ (বিবিধ-৭) ঃ** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার মহোদয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯. ০৬.০০৮.২৫-১০৭৪ তারিখ ঃ ৬০/১০/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
২। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ ফিরোজ শাহ্
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯. ০৬.০০৮.২৫-১০৭৪ (৭) তারিখ ঃ ৬০/১০/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি এ টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

৬০/১০/২০২৫
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা